R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ময়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
॥ স্থান ॥
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০০ সাল | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
২৬শ সংখ্যা | ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৩ সাল। | বার্ষিক ২৫ টাকা

পুত্রের অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এ কোন্ নিদর্শন রাখলেন ওসি দয়াল মুখার্জী ?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ নভেম্বর রাত ২-৩০ নাগাদ মানুষ যখন ঘুমে অচেতন সেই সময় রঘুনাথগঞ্জ থানার পূর্বতন সেকেণ্ড অফিসার ও ইসলামপুর থানার বর্তমান ওসি দয়াল মুখার্জী ২/৩ ভ্যান পুলিশ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগরে চড়াও হন। তাঁর এই অভিযানে মদত যোগান রঘুনাথগঞ্জ ও লালগোলা থানার পুলিশ। দয়ালবাবু সেখানে জঙ্গিপুর স্কুলের শিক্ষক কমল সিংহরায়ের বাড়ী চড়াও হয়ে কমলবাবু, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে এবং দুই ভাইপোকে মারধোর করেন। কমলবাবুর বৃদ্ধা বৌদিও পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাননি বলে খবর। পরে মহালদারপাড়া ও তেঘরী গ্রাম থেকে দুই স্কুল ছাত্র কেতাবুল সেখ ও পলাশ সিংহরায়কে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসে তাদের উপরও নির্যাতন চালান হয়। পরে মোট আটজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় ইসলামপুর নিয়ে চলে যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় ইসলামপুর থেকে গত ২০ নভেম্বর দুপুরে দয়াল মুখার্জীর ছেলে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র অভিষেক (রাজা) নিখোঁজ হয়। সে দুপুরে চক ইসলামপুরে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এর মধ্যে নাকি রাজার পড়ার বই-এর মধ্যে থেকে সম্মতিনগরের কমলবাবুর মেয়ে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুপর্ণার লেখা কয়েকটি চিঠি উদ্ধার হয়। ইসলামপুরে রাজার কোন সন্ধান না পেয়ে ঐদিন রাতেই দয়াল মুখার্জী ও তাঁর স্ত্রী সম্মতিনগরে কমলবাবুর বাড়ী এসে রাজার খোঁজ করেন। সেখানে তাকে না পেয়ে কমলবাবু ও তার বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে তাঁরা অভদ্র ব্যবহার করেন। দয়াল মুখার্জী চিঠিগুলো দেখালে সুপর্ণা নাকি এ লেখা তার না বলে দাবী করে। শেষে দয়াল মুখার্জী বাড়ীর সকলকে শাসিয়ে চলে যান। এদিকে ২১ নভেম্বর সকাল থেকে দয়াল মুখার্জীর ছেলে নিখোঁজের খবর রঘুনাথগঞ্জের মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। পরে ২১ নভেম্বর গভীর রাতে সম্মতিনগরে বীরপুঙ্গবদের তাণ্ডব লীলা শুরু হয়। পরদিন ২২ নভেম্বর সকাল থেকে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে সম্মতিনগর এমনকি জঙ্গিপুর এলাকারও কিছু দোকান বন্ধ থাকে। জঙ্গিপুর-লালগোলা রাস্তা অবরোধ করা হয়। পরে দুপুরের দিকে দলমতনির্বিশেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বার হয়। পরে দয়াল মুখার্জীর শাস্তি ও বিনা শর্তে ধৃতদের মুক্তির দাবীতে মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে অংশ নেন সি পি এমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, এস ইউ সির অনুরাধা মণ্ডল, বিজেপির অনুপ সরকার ও কিছু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও। অন্যদিকে কমল সিংহরায়ের দুই ভাইপো (রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক কর্মী) সত্যব্রত ও দেবব্রতের উপর অন্যায়ভাবে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে [শেষ পৃষ্ঠায়

কাপড়ের পুঁটলী বাঁধা গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার

ফরাক্কা : গত ১৯ নভেম্বর এই থানার পলাশী গ্রামে গঙ্গার জল থেকে কাপড়ের পুঁটলী বাঁধা স্থানীয় পলাশী গ্রামের গৃহবধূ মিনতির (২০) মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। খবর জিয়াগঞ্জের মেয়ে মিনতির বিয়ে হয় পলাশীর অনুপ চৌধুরীর সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই মিনতির উপর শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচার চলতে থাকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ মিনতি বিয়ের পর অসুস্থ হয়ে অনেকদিন রোগ ভোগের পর সুস্থ হলেও সংসারের কাজ ঠিকমত করতে পারতো না। এই নিয়ে অশান্তি চলে। [শেষ পৃষ্ঠায়

ফার্মের ধান বিক্রির সময় ৩০ কুইঃ লোপাট ধরা পড়লো

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লক সীড ফার্মে গত ১০ বছর ধরে বিঘা প্রতি মাত্র ৪ মণ ধান ফলন দেখানো হচ্ছিল। কিন্তু অন্যান্য সীড ফার্মে গড় ফলন বিঘায় ১৪ মণ হওয়ায় মহকুমা কৃষি আধিকারিক সুনির্মল দাস এবার ধান ঝাড়াই-মাড়াই এবং ওজন করে গুদামজাত করার ব্যাপারে কড়া নজর রাখেন। এমনকি ইঁদুরের উপদ্রব রোধ করতে গুদামের সংস্কার করিয়ে দুজন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং ফার্মের কাজে ভারপ্রাপ্ত শরদিন্দু দাস ও সামশুদ্দিন আমেদের তত্বাবধানে মাত্র মাস দুয়েক আগে ২০৫ কুইন্টাল ধান গুদামজাত করেন। গত ১৮ অক্টোবর কৃষি উন্নয়ন [শেষ পৃষ্ঠায়

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০০ সাল

অস্তিত্বের সংকট

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী ত বটেই আমাদের ভারতবর্ষেও মানবের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই বলিতেছেন মানবের অস্তিত্বের যে সংকট বর্তমানে দেখা দিয়াছে তাহার মূল কারণ জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দূষণ প্রভৃতি। অন্যান্য ধনী রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের অবস্থাটা চিন্তা করিলে বেশ বোঝা যায় আমাদের সংকটটি বিশেষ ভয়াবহ। আমাদের দেশে জীবনসংগ্রাম পর্ব ক্রমাগত ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। জলবায়ু, আকাশ বাতাস ক্রমশঃ দূষিত হইয়া উঠিতেছে। লোক-সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসোপযোগী ভূমির প্রয়োজনে বনভূমি সংকুচিত হইতেছে। ফলশ্রুতি প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে। বৃক্ষ শূন্য হওয়ায় বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পাইয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটাইতেছে। মানুষ আপন প্রয়োজনে নদী উপত্যকাও ব্যবহার করিতে থাকায় নদীর জলস্রোত সংকুচিত হইতেছে। মরুভূমি বিস্তার লাভ করিতেছে। অনবরতঃ ফসল চাষের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ফসলের ক্ষেতও অনুর্বর হইয়া পড়িতেছে। ভূমধ্যস্থ জল উত্তোলনের কারণে জলস্তর নামিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে যে কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই মানুষ বসবাসের ভূমি খুঁজিয়া পাইবে না, প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যও উৎপাদিত করা সম্ভব হইবে না। তখন অনুদার পৃথিবী বৃক্ষ লতা বনভূমি শূন্য হইয়া এই মানব সভ্যতাকেই গ্রাস করিতে থাকিবে। এই সমস্যা লইয়া এই মুহূর্তেই চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার পর হইতে আমরা দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য যত চিন্তা করিয়াছি বা এখনও করিতেছি, ততটা কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চিন্তা করি নাই। আমরা সকল সময়ই ভাবিতেছি দারিদ্র্য দূর করিবার অর্থই হইল ধনী হওয়া। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে পৃথিবীর অন্যান্য ধনী রাষ্ট্রগুলির ত কোন সমস্যা থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু চিন্তা করিলে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে সকলকেই ধনী করা সম্ভব নয়। আর ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলেই মানব অস্তিত্ব রক্ষা পাইতে পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এই সংকট যথাযথ বুঝিয়াছিল। সেই কারণেই তাহারা যেটুকু না হইলেই নয়, সকলকে সেইটুকু প্রাপ্য মিটাইয়া দিবার চিন্তা করিয়াছিল। সেই মানসিকতা সৃষ্টির কারণে তাহারা মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল মানুষ জানোয়ার নয়, তাহাকে ডাইনোসর করিয়া গড়িয়া তুলিলে পরস্পরের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করিয়া একদিন তাহারা কিংবদন্তীতে পরিণত হইবে। ভাবিতে হইবে—মানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ অক্সিজেন। বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন নিষ্কাষিত করিতে প্রয়োজন প্রচুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষ সৃষ্টি করিতে বনসৃজন প্রকল্প লইতে হইবে। শস্য চাষকে পরিমিত করিয়া পৃথিবীর সঞ্চিত জলকে সীমায়িত অবস্থায় রাখিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। বায়ু দূষণ রোধ জল দূষণ রোধ প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন আত্মিক শক্তির বিকাশ, ভ্রাতৃত্ব বোধের বিকাশ, সকলকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার মানসিক প্রস্তুতি। শিখিতে হইবে সেই 'Art of living together' মহামন্ত্র। নহিলে এই অস্তিত্বের সংকট রোধ সম্ভব নহে।

মনে পরে তাঁকে

—বাবলু বৃক্ষ

মনে পরে—প্রদীপে তেল ভরার আগে সলতে পাকানোর কথা। মনে পরে বেঁটেখাটো, সাদামাটা চেহারার এক জন মানুষের কথা। যিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন কমিউনিজম মন্ত্রে। যিনি মনে প্রাণে তাঁর আদর্শের ঊর্দ্ধে কোন কিছুকেই স্থান দিতেন না। যে কোন জটিল রাজনৈতিক সংকট কিংবা কঠিন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি যিনি থাকতেন সদা অচঞ্চল। সহজ ভঙ্গিমা ও সরল বিশ্লেষণে জটিল মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে কমরেডদের ব্যক্তিগত অসুবিধার কোন রূঢ় বাস্তব সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার চটজলদি সমাধানে যিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রঘুনাথগঞ্জে পার্টি প্রতিষ্ঠায় যাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অবর্ণনীয়। মনে পরে সেই হরনাথ চন্দ্রকে।

১৯৬৫-৬৬ সালের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলা বি, পি, এস, এফ (আজকের এস, এফ, আই) এর সম্পাদকের সাথে আলাপ চলন্ত ট্রেনে। আলাপ থেকে হৃদ্যতা, ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক আদর্শের জন্ম ও মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ। আলোচনা শুরু হোল জঙ্গীপুর কলেজে বি,পি,এফ,এস-এর ইউনিট গঠনের। তার আগে জমি তৈরীর কাজ—ভিয়েতনাম দিবস, যুব উৎসব ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং আলোচনা চক্রে হরনাথ চন্দ্র। সি, পি, এম এর ছাত্র ফ্রন্টের ইউনিট গঠন—বড় কঠিন কাজ ছিল সেদিন, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল সি, পি, এম, তখন দেশের চরম শত্রু। চীন ঘেঁষা পার্টি। তবু ইউনিট তৈরী হল। [৩ পৃষ্ঠায়

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ষ্টার টিভির লাইন টানা সম্পর্কে পুরপতিকে বলছি

মাননীয়

পুরপতি জঙ্গিপুর পুরসভা। আপনি নিশ্চয় জানেন শহরের পুরসভার রাস্তার উপর দিয়ে 'ষ্টার টিভি'র লাইন টানা হচ্ছে। জানা যায় এই ষ্টার টিভির পরিচালকবৃন্দ লাইন টানার ব্যাপারে পুরসভার কোন অনুমতি নেননি। এমনকি পুরসম্পত্তি ব্যবহারের জন্য কোন ট্যাক্সও দেন না। যাঁরা জনগণের অর্থাৎ পুরসভার সম্পত্তি ব্যবহার করে ভাল রোজগার করছেন, তাঁরা ট্যাক্স না দেওয়ায় জনগণের অর্থই তছরুপ করছেন না কি এবং এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় পুরপতি তাঁর উপর ন্যস্ত জনগণের কর্ত্তব্যে অবহেলা করছেন না কি? পুরপতি জবাব দিলে খুসী হব।

সোমা মুখার্জী, রঘুনাথগঞ্জ

॥ সতর্ক বার্তা ॥

মুর্শিদাবাদ জেলার চাষী ভাইদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ জেলার কয়েকটি ব্লকে আমন ধানে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখা গেছে।

বাদামী শোষক পোকার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দমন মূলক ব্যবস্থা না নিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ পোকার আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশংকা।

এ পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে এবং গাছের রস চুষে খায়। ফলে পাতা প্রথমে হলদে হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত গাছই ঝলসে গিয়ে খড়ের মত হয়।

আমন ধানের নীচু এলাকাগুলিতে আগের বছরে যে সব এলাকায় বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ ঘটেছিল, সেই এলাকার উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।

তাই এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলেই নীচের সুপারিশগুলো মেনে পোকার আক্রমণ দমন করতে হবে।

১। ঔষধের নাম	পরিমাণ
বি, এইচ, সি ৫০%	৫ গ্রম প্রতি লিটার জলে
কার্বারিল ৫০%	২½ গ্রাম প্রতি লিটার জলে
ডাইক্লোরোভস্ ৭৬%	০ ৭৫ মিলি প্রতি লিটার জলে
ক্লোরোপাইরিফস ২০%	২½ মিলি প্রতি লিটার জলে
বি, এইচ সি ১০% গুঁড়ো	৩০ কেজি প্রতি হেক্টরে
কুইনলফস্ ১·৫% "	২৫ কেজি প্রতি হেক্টরে

★ উপরোক্ত ঔষধগুলির মধ্যে যে কোন একটি প্রয়োগ করতে হ'বে।

২। ঔষধ স্প্রে বা ছড়ানোর সময় বিশেষ নজর দিতে হবে যাতে গাছের গোড়ার দিকে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

৩। সম্ভব হলে অবশ্যই জমির জল বের করে দিতে হবে। ৪—৬ সারি পর পর জমির ধান সারিতে ফাঁক করে দিতে হবে, যাতে আলো বাতাস জমির মধ্যে ঢুকতে পারে।

৪। সমবেত ভাবে এলাকার সব চাষী ভাইকে একসঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫। শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলেই ধান কেটে ফেলতে হবে।

৬। আরো বিশদভাবে জানার জন্য এলাকার কৃষি কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত

Memo No. 536 Inf. M/Advt. Date 17.11.93

In the 1st Court of Munsif at Jangipur Case No.—1/93 Other

বাদী
পাঁচকড়িলাল দাস

বিবাদী
আলমপুর গ্রামের হিন্দু জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর শ্রীআকালীচরণ দাস

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সুতী থানার অধীন আলমপুর গ্রামের হিন্দু জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমত জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্ন পরিচিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত সাকিমের শ্রীপাঁচকড়িলাল দাস পিতা ৺যশোদানন্দন দাস জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালতে ১/৯৩ নং অন্যপ্রকার এক মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ১৫ দিন মধ্যে মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইয়া মোকদ্দমা পরিচালনা করিবেন। অন্যথায় আইনানুগভাবে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল—জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতি মৌজা আলমপুর মধ্যে খতিয়ান নং—C/S ২১১ দাগ নং—C/S ৬৪৪ পরিমাণ—·৩৪ শতক মধ্যে অধিগৃহীত ·৭ শতক বাদে ·২৭ শতক যাহা R/S আমলে ৪৮৬ নং খতিয়ানে R/S ৬৪৪ নং দাগে ১৪ শতক ও ৬৪৪/৯৭৮ নং দাগে ১৩ শতক স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

তাং—১০-৯-১৩

অনুমত্যানুসারে—নরেন্দ্রনাথ দাস
সেরেস্তদার, প্রথম মুন্সেফী কোর্ট, জঙ্গীপুর

মনে পড়ে তাঁকে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বহরমপুরে জেলা পার্টি অফিসের ছোট্ট ঘরটিতে এ খবরে উচ্ছ্বসিত হরনাথ চন্দ্র। অবশ্য এ আনন্দের রেশ বেশীদিন স্থায়ী হোল না, দেড় মাসের মধ্যে ইউনিট ভেঙ্গে গেল। যারা এসেছিল তাদের বেশীর ভাগ যোগ দিল বিরোধী শিবিরে। আঘাত খেল আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস। ভাঙা মনের দরজার ধাক্কা দিল হতাশা। মনে পরে সেদিন হরনাথদা মাও-সে-তুং এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন—'লড়ো হেরে যাও, আবার লড়ো আবার হেরে যাও, এবারে জয়ের জন্য লড়াই করো।' সত্যিই তাই। কিছুদিনের নিরলস চেষ্টায় আবার গড়ে উঠলো জঙ্গীপুর কলেজ ইউনিট। গড়ে উঠলো পার্টির রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটি। মনে পরে পার্থদার (পার্থসারথি নাথ) নীচের ঘরে পূরণ করা সভ্য ফরম গোছানোর সময় হরনাথদা'র মুখে লেগে ছিল এক পরম তৃপ্তির হাসি। যেন বহুদিনের কোন অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণতা পেল। জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষকতা করার সুবাদে তিনি ছিলেন রঘুনাথগঞ্জে। তখন থেকেই বাসনা ছিল পার্টি গড়ার। সম্ভব হয়নি নানান প্রতিকূলতার জন্য। তাই সে দিনের আনন্দ তার কাছে ছিল এক সুখানুভূতির ব্যাপার।

চলে গেল হরনাথ চন্দ্র— যিনি শুধু বক্তৃতা নয়, তাঁর জীবনধারণ প্রণালীর মধ্যে কমরেডদের বোঝাতে পেরেছিলেন—অহমবোধ থাকলে একদিন এই অহম্ থেকেই জন্ম নেবে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, সাথে হঠকারিতা ও সংশোধনবাদ।

(শেষ পৃষ্ঠায়

নিদর্শন রাখলেন ওসি দয়াল মুখার্জী (১ম পৃষ্ঠার পর)

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের সমস্ত সরকারী অফিস ২২ নভেম্বর বন্ধ রাখা হয়। সরকারী কর্মীদেরও এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। জঙ্গিপুর স্কুলের শিক্ষকরাও সহকর্মীর পরিবারের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভকারীদের চাপে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে রেডিওগ্রাম করলে এস পির নির্দেশে ইসলামপুর থেকে ধৃত আটজনকে এস পির অফিসে আনা হয়। সেখানে এস পি ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে এ্যাডিঃ এস পি এবং এ ডি এম এস, সুরেশকুমার ধৃত আটজনকে নিয়ে রাত ৮-৩০ নাগাদ এখানে মহকুমা শাসকের অফিসে পেঁছালে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষারত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের প্রথম দাবী মতো ধৃত আটজনকে বিনা সর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দাবী—দয়াল মুখার্জীর শাস্তি ও ঘটনার পূর্ণ তদন্তের ব্যাপারে এ্যাডিঃ এস পি এবং এ ডি এম তাঁর একমাত্র পুত্রের নিখোঁজ ঘটনাটি বিবেচনা করে মানবিকতার খাতিরে এই মুহূর্তে দয়াল মুখার্জীর উপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে তাঁরা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে তদন্তে যা শাস্তি হবে সেটা তিনি পাবেন বলে আশ্বাস দেন। পরে ধৃতদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ২৩ নভেম্বর জঙ্গিপুর ল'ইয়ারস বার এ্যাসোসিয়েশন এক জরুরী সভা ডেকে পুলিশ অফিসারের ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতা অপ-ব্যবহারের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেন। শিক্ষক পরিবারের উপর পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে জঙ্গিপুর পারের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ২৩ নভেম্বর বন্ধ রাখা হয়। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দয়ালবাবুর ছেলের কোন খোঁজ মেলেনি। আজ ২৪ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা কর্মীদের এক বিক্ষোভ মিছিল উভয় শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে স্কুল শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর পুলিশী অত্যাচার এবং ওসি দয়াল মুখার্জীর জন্য কাজের শাস্তির শ্লোগান তোলা হয়। শেষে তাঁরা মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আক্রান্তদের মধ্যে কমলবাবুর আঘাত গুরুতর।

কাপড়ের পুঁটুলী বাঁধা গৃহবধূ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ১৭ নভেম্বর থেকে মিনতিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৮ নভেম্বর তাঁর স্বামী অনুপ চৌধুরীও নিখোঁজ হন। পরে ১৯ নভেম্বর পলাশীর গঙ্গায় কাপড়ে বন্দী মিনতির মৃতদেহ ভেসে উঠে। পুলিশে খবর দিলে লাস তুলে পোষ্ট মর্টেমে পাঠান হয়। সন্দেহ মিনতিকে ১৬ নভেম্বর রাতে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা হত্যা করে মৃতদেহ গায়েব করার চেষ্টায় গঙ্গায় ফেলে দেয়। পুলিশ অনুপ চৌধুরীর কাকা ও অনুপের এক বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা যায়। অনুপের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ফার্মের ধান বিক্রি (১ম পৃষ্ঠার পর)

আধিকারিক অজিত দাসের উপস্থিতিতে সমস্ত ধান বিক্রির সময় দেখা যায় ৩০ কুইন্ট্যাল কম। ঝড়তি-পড়তির জন্য ২ কুঃ মত বাদ দিলে বাকী ২৮ কুঃ ধান কোথায় গেল তা জানার জন্য জনসাধারণ উদগ্রীব।

মনে পড়ে তাঁকে (৩য় পৃষ্ঠার পর

যিনি সব থেকে জোর দিতেন দলীয় কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান উন্নয়নের দিকে। যিনি পেরেছিলেন আদর্শের সাথে, বিপ্লবের সাথে, শ্রেণীর সাথে ও দলের সাথে নিজেকে ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়ে দিতে। তাই ব্যক্তি হরনাথ নয় পুরো পরিবারকে তিনি পার্টির সাথে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন পার্টির সুসময়ে নয় দুঃসময়ে।

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

ধুলিয়ান রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে একটি ভাল (good condition) ডিজেল জীপ গাড়ি অফিসের কাজের জন্য চাইছেন। মাসে সর্বাধিক ২২ দিন গাড়ী চলিবে এবং ২২ দিনের গাড়ি ভাড়া প্রদান করা হইবে। অন্যান্য শর্ত অফিস হইতে জানা যাইবে। আগ্রহী গাড়ির মালিকদের অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা যেন সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র সিল করা খামে 'চেয়ারম্যান, ধুলিয়ান রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি' এই ঠিকানা লিখিয়া তাহা এসডিও, (জঙ্গিপুর) অফিসের confidential section-য়ে জমা দেন। গাড়ির অবস্থা (condition) বুঝিয়া যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার পূর্ণ অধিকার মার্কেট কমিটির চেয়ারম্যানের থাকিবে। সেক্রেটারী—

ধুলিয়ান রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি, মুর্শিদাবাদ

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

M. S. D. College of Alternative Medicine

Raghunathganj

I. C. A. M. (Calcutta) অনুমোদিত এবং
Registered by Govt. of West Bengal (W.H.O.)

নিম্নলিখিত কোর্সের জন্য ভর্তি চলিতেছে ঃ

R. M. P., D. M. L. T. এবং HOME NURSING

ভর্তির জন্য যোগ্যতা ঃ

R. M. P. & D. M. L. T.—মাধ্যমিক/হায়ার সেকেন্ডারী

HOME NURSING—ক্লাস এইট (VIII) পাশ

(কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য)

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়।

● *যোগাযোগের স্থান* ●

মেডিকেয়ার হোমিও ক্লিনিক

দরবেশপাড়া (মসজিদের সামনে)

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

সময় ঃ বেলা ১০-৩০ হতে বিকাল ৪টা (মঙ্গলবার বন্ধ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।